দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAY 1998
পৃঃ ৭ কলাম ২

ইনকিলাব বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং পদত্যাগী ভাইস চ্যান্সেলরকে স্বপদে বহাল রাখার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে --

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু
শিক্ষকদের সমর্থনে ছাত্রদের বিশাল মিছিল

বুয়েট রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ ৭০ শিক্ষকের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে পদত্যাগের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অচলাবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষক সমিতি আহূত লাগাতার কর্মবিরতির আজ প্রথম দিনে বুয়েটের কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল শিক্ষক সমিতির সাথে আলোচনা করতে চেয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সকাল ১০টায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে এবং বুয়েটের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবীতে এক বিশাল মিছিল বের করে। ছাত্র লীগ প্রথম থেকেই মিছিলে চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে বাধা দেয়। এ নিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাদের প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র লীগের সব বাধা অতিক্রম করে চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে শ্লোগানসহ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। তারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মিছিলসহ প্রেস ক্লাবে যায়। সেখানে এক তাৎক্ষণিক সমাবেশে বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা শিক্ষকদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বুয়েটে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে জোর দাবী জানায়।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী গতকাল (মঙ্গলবার) শিক্ষক সমিতির সাথে কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসান সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তিনি অনেক আগেই আমাদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্মবিরতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিতে পারতেন। কিন্তু বুয়েটের তিনশ' শিক্ষকের নেয়ে পদত্যাগী ১৩ শিক্ষকই এতদিন তার কাছে বেশী মূল্যবান ছিল। ইতিপূর্বে গত মাসে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের সাথে আলাপ করবেন বলে বুয়েটে এসেছিলেন। কিন্তু ভিসির অফিসে শিক্ষকগণ ২ ঘন্টা অপেক্ষা করেও শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ পাননি। তিনি পাশের ঘরে স্থাপত্য বিভাগের কিছুসংখ্যক ছাত্রের সাথে কথা বলে চলে যান। ডঃ হাসিব বলেন, একদিনে হঠাৎ করে শিক্ষক সমিতি এই আন্দোলনের কর্মসূচী নেননি। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে জমা হওয়া ক্ষোভ আর ঘৃণাই আমাদের এমন কর্মসূচী প্রদানে বাধ্য করেছে। তিনি বলেন, গত ১২ এপ্রিল শিক্ষক সমিতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সাক্ষাতের অনুমতি না পাওয়ায় আমরা সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। পদত্যাগী ১৩ শিক্ষকের সাথে তিনি বার বার বৈঠকের সময় পান।

কিন্তু সাড়ে তিনশ' শিক্ষকের প্রতিনিধি শিক্ষক সমিতির সাথে কথা বলার সুযোগ তিনি পান না, এটা চরম বিস্ময়ের কথা। ডঃ হাসিব বলেন, শিক্ষক সমিতি আর কত কঠোর কর্মসূচী দিলে চ্যান্সেলর আমাদের সাথে কথা বলতে রাজি হবেন-আমি জানি না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (প্রবিশিস) বর্তমানে তাদের লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। সমিতির সভাপতি ডঃ আবদুর রাজ্জাক আকন্দ বলেন, রাজনীতিতে সমঝোতা হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমঝোতা বলে কোন কথা নেই। এখানে একপক্ষকে জয়ী হতে হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনও গতকাল (মঙ্গলবার) থেকে ভিসি ইকবাল মাহমুদকে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানসহ স্বীয় পদে বহাল রাখা এবং অর্ডিন্যান্স মোতাবেক ন্যস্ত ক্ষমতানুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ভবিষ্যতে ভিসিকে বাধা প্রধান করা হবে না- এই মর্মে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত পূর্ণ কর্মবিরতি পালন করছে।

এদিকে বুয়েটের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দল ও সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বুয়েট শাখা এক প্রতিবাদলিপিতে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ছাত্রদল সভাপতি হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী মিঠুল বলেন, অতীতে কোন সরকার বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনের ওপর যেখানে আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দেয়নি সেখানে বর্তমান স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাসিব সাইদ আহমেদ বলেন, ছাত্রদল বুয়েটের প্রশাসনিক কর্মকান্ডে সরকারের উচ্চ মহলের হস্তক্ষেপ বরদাশত করবে না। প্রয়োজনে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমরা এর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।